নালসা

(এসিড আক্রান্তদের জন্য আইন সেবা)

প্রকল্প, ২০১৬

জাতীয় আইন সেবা কর্তৃপক্ষ

Scanned by CamScanner

নালসা (এসিড আক্রান্তদের জন্য আইন সেবা) প্রকল্প, ২০১৬

১. প্রেক্ষাপট :

১.১ হিংসার একটা ভয়ংকরতম রূপ হচ্ছে এসিড আক্রমণ এবং এটা মূলতঃ সুনির্দিষ্ট লিঙ্গভিত্তিক। গোটা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তেই এসিড আক্রমণের ঘটনা ঘটলেও ভারতে এসিড আক্রমণের ঘটনা ক্রমবর্ধমান। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী ২০১১ সালে এসিড আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে ৮৩টি, ২০১২তে ৮৫টি এবং ২০১৩তে ৬৬টি। যদিও ভারতের এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশনের (ASFI) এর তথ্য অনুযায়ী ২০১২ সালে কম করেও ১০৬ টি, ২০১৩ সালে ১২২টি এবং ২০১৪ সালে ৩০৯টি এসিড আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। এবং এই সংগঠনের কর্মকর্তাদের মতে, ২০১৫তে এই আক্রমণের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০০ তে। অবশ্য ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর মতে ২০১৫তে ২২২টি এসিড আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। প্রদত্ত পরিসংখ্যানে ফারাক থাকতে পারে। কিন্তু এটা সত্য যে এসিড আক্রমণের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। বহু এসিড আক্রমণের ঘটনা অজানাই থেকে যায় বিশেষত গ্রামাঞ্চলে এবং এর মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে আক্রান্তের মৃত্যুও ঘটেছে। অনেক ক্ষেত্রেই আক্রমণকারীর ভয়ে এসব ঘটনা প্রকাশ্যে আসে না।

১.২ ভারতে এসিড আক্রমণের ঘটনাগুলো সাধারণভাবে মহিলাদের উপর সংগঠিত হয়। এসব ঘটনা প্রায়শই বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখানে অথবা যৌন মিলনে প্রত্যাখাত হলেই ঘটে থাকে। পণ নিয়ে সংঘাত হলেও এসিড আক্রমণের ঘটনা ঘটে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে বদলা নেওয়ার মানসিকতা থেকে, পারিবারিক সমস্যার কারণে, জমি সংক্রান্ত বিরোধে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে জটিলতা থেকেও এসিড আক্রমণের ঘটনা ঘটতে পারে। কিছুক্ষেত্রে ধর্মীয়, সামাজিক বা রাজনৈতিক বিশ্বাসের বিরোধিতা থেকেও এসিড আক্রমণের ঘটনা ঘটতে পারে। নির্ভয়াকাণ্ডের ভয়ংকরতার পর ভারত সরকার ২০১৩ সালে এসিড আক্রমণের ঘটনায় অপরাধীর বিচার পদ্ধতি (Criminal Justice System) সম্পর্কিত সংস্কারে জাস্টিস ভার্মা কমিটি গঠন করে। কমিটির পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে:

> "আমরা জানি এশিয়া ও আফ্রিকার কিছু দেশে নানাবিধ কারণে মহিলাদের উপর এসিড আক্রমণের ঘটনা ঘটছে। এবং মহিলাদের উপর কত ধরনের আক্রমণ হয়। তার মধ্যে এসিড আক্রমণই জঘন্যতম। এধরনের আক্রমণের ঘটনা সাধারণত ব্যাভিচারের অভিযোগে, ক্ষেত্র বিশেষে মহিলাদের অগ্রগমন থামাতে এবং গার্হস্থ্য হিংসার কারণে ঘটে থাকে। এধরনের ঘটনায় মহিলাদের উপর এসিড অথবা ক্ষতিকর কোনো পদার্থ ছুঁড়ে মারা প্রয়োগ করার ফলে মহিলাদের মৃত্যুও হয়। অথবা অবর্ণনীয়

Scanned by CamScanner

শারীরিক এবং মানসিক ক্ষতি হয়। ভারতের আইন কমিশনের ২২৬ পাতার রিপোর্টে বিশেষভাবে এধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে।

"যদিও কাউকে এসিড ছুঁড়ে মারা একটি অপরাধ এবং এটা পুরুষ, মহিলা উভয়ের বিরুদ্ধেই সংগঠিত হতে পারে। কিন্তু ভারতে এই আক্রমণ সুনির্দিষ্ট ভাবে একটি বিশেষ লিঙ্গের উপরেই সংগঠিত হচ্ছে। এসিড আক্রমণের যেসব ঘটনাবলী প্রকাশ্যে আসছে তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু মহিলারা বিশেষত প্রণয়েচ্ছু মহিলা, বিবাহের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়া মহিলা। পণের বিরোধিতা করা মহিলাগণ এই আক্রমণের শিকার। আক্রমণকারী প্রত্যাখাত হবার বাস্তবতা সহ্য করতে পারে না যে কোনো মহিলা তার সামনে দাঁড়িয়ে এতোবড় সাহস দেখাতে পারে এবং ফলস্বরূপ মহিলার পুরো শরীরটাই ধ্বংস করে দিতে চায়।"

কোনো কোনো ক্ষেত্রে আক্রান্ত মহিলার আত্মবিশ্বাস এবং আত্মমর্যাদা তার মুখমণ্ডলেই প্রতিভাত হয় যা তার ব্যক্তিত্বেরই বহিঃপ্রকাশ এবং এ সম্পর্কে আক্রমণকারী সচেতন থাকে। মুখমণ্ডলের বিকৃতি বা শরীরের অঙ্গহানির ঘটনা মানব শরীরের বিরুদ্ধে সাধারণ অপরাধের ঘটনা নয়। এধরনের আক্রমণ আক্রান্তের স্থায়ী মানসিক ক্ষতি সাধন করে। আক্রান্তের স্থায়ী মানসিক এবং শারীরিক ক্ষতি হলে তা একটা জটিল প্রশ্ন। এটা মাথায় রেখেই আইন প্রণেতারা এধরনের আক্রমণকারীদের শারীরিক ক্ষতি সাধনকারী সাধারণ অপরাধী হিসাবে বিচার করবেন না। মানুষের মর্যাদার সাথে বসবাসের অধিকারের বিষয়টিকে আইন প্রণয়নের সময় ভাবনায় রাখতে হবে। অপরাধ বিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং একে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে।

এসিড এটাকের কারণগুলো এবং তার ফল জাস্টিস ভার্মা কমিটি এবং আইন কমিশনের ২২৬ পাতার রিপোর্টেও এভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আক্রান্তের শারীরিক বিকৃতি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধকতায় প্রায়শই জীবনভর চিকিৎসার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এছাড়াও আক্রান্তের জন্য আরো বৃহত্তর এবং গভীরতর সমস্যা হলো মানসিক প্রতিবন্ধকতা। ক্ষতিগ্রস্ত হয় আক্রান্তের কর্মসংস্থানের সুযোগও। এসিড আক্রান্তদের যথাযথ চিকিৎসার সুযোগও আমাদের দেশে অত্যন্ত সীমিত। গুটি কয়েক বার্ণ স্পেশালাইজড হাসপাতাল রয়েছে যেখানে চিকিৎসার জন্য যাওয়া অধিকাংশ আক্রান্তের পক্ষেই প্রায় অসম্ভব। যেতে পারলেও এতো দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা, যেখানে কয়েক মাস থেকে কয়েক বছর লেগে যেতে পারে, তা করানো সম্ভব হয় না। চিকিৎসার বিপুল ব্যয়ভার বহন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই এসিড আক্রান্তদের পুনর্বাসনের বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক্ষেত্রে।

Scanned by CamScanner

২. সাংবিধানিক গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা :

২.১ সংবিধানের ২১নং ধারায় প্রত্যেক নাগরিকের জীবন এবং স্বাধীনতার অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে। এতে মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার অধিকারের কথাই বলা হয়েছে এবং সবার সাথে এসিড আক্রান্তদেরও মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার কথা সুনিশ্চিত করে। সংবিধানের ৪১নং ধারায় বলা হয়েছে, রাজ্য সমূহ তাদের আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী এবং উন্নয়ন পরিকল্পনায় এদের কাজের অধিকার এদের শিক্ষা, বার্ধক্য, অসুস্থতা, অক্ষমতা এবং অন্যান্য অনাকাঙ্খিত ক্ষেত্র সমূহে সহায়তা দেবে।

৩. পরিষদীয় কাঠামো :

৩.১ এসিড আক্রমণের ঘটনার ক্ষেত্রে যদি কোনো সুনির্দিষ্ট আইনী বিধান না থাকে সেক্ষেত্রে সাধারণভাবে ভারতীয় দণ্ডবিধির (IPC) ৩২৬নং ধারায় এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যাই হোক জাস্টিস ভার্মা কমিটি এসিড আক্রমণের ঘটনাকে ভারতীয় দণ্ডবিধিতে অপরাধ হিসাবে নির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা সুপারিশ করেছে এবং বলা হয়েছে।

> "৯. যেভাবে নির্দিষ্টভাবে একটি লিঙ্গের উপর এমন বিদ্বেষমূলক প্রকৃতির অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে তাতে করে একে মহিলাদের উপর আরো একটি অপরাধ হিসাবেই অবহেলা করা যায় না। আমরা ভারতীয় দণ্ডবিধিতে এসিড আক্রমণকে নির্দিষ্ট অপরাধ হিসাবে উল্লেখ থাকার সুপারিশ করছি। এবং অভিযুক্তকেই আক্রান্তের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যাইহোক, মহিলা উপর সংগঠিত অপরাধের ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে একটা শক্তিশালী ক্ষতিপূরণ তহবিল গড়তে হবে। আমরা এটাও লিপিবদ্ধ করেছি যে অপরাধ সংক্রান্ত আইন (সংশোধিত) বিল, ২০১২ তে এসিড আক্রমণের সংজ্ঞা সংযুক্ত হয়েছে।"

এভাবেই কমিটির সুপারিশে শুধুমাত্র এসিড আক্রমণের ঘটনাকে সুনির্দিষ্টভাবে আইনে উল্লেখ করা নয়, আক্রান্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

৩.২ অপরাধ সংক্রান্ত আইন (সংশোধিত আইন), ২০১৩-এর ৩২৬এ এবং ৩২৬বি ধারাতে ভারতীয় দণ্ডবিধিতে যে কোনো ব্যক্তি, যে বা যারা কাউকে এসিড ছুঁড়ে বা প্রয়োগ করে তার স্থায়ী বা আংশিক ক্ষতি সাধন করবে, বা পুড়িয়ে দেবে বা দেহ বিকৃতির ঘটনা ঘটাবে। অথবা অন্য কোনো উপায়ে আক্রমণ করে আক্রান্তের অঙ্গহানি, শারীরিক বিকৃতি ঘটাবে অথবা ঘটানোর উদ্দেশ্যে আক্রমণ করবে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। আইনে এসিডের সংজ্ঞাও নির্ধারিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে এসিড এমন একটি পদার্থ যার এসিডিক ক্ষমতা রয়েছে। যা শরীরে

Scanned by CamScanner

পড়লে সেই স্থান পুড়ে যেতে পারে, অর্থাৎ দাহ্যগুণ আছে, যা শরীরের স্থায়ী ক্ষতি সাধন করতে পারে। বিকৃত করতে পারে, অঙ্গহানি ঘটাতে সক্ষম। যার উপর এসিড প্রয়োগ করা হবে তার স্থায়ী বা অস্থায়ীরূপে পঙ্গুত্ব ঘটতে পারে।

৩.৩ এসিড আক্রমণের বিষয়টি সুপ্রিমকোর্টে এসেছে। এবিষয়ে Laxmi Vs Union of India, WP.(Crl). No 129/2006 মামলায় সুপ্রিমকোর্ট একটি নির্দেশ দিয়েছে। ঐ নির্দেশে সুপ্রিমকোর্ট পরিষ্কারভাবে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছে। যে কোনো এসিড বিক্রেতা তার কাউন্টারে এসিড বিক্রির বিস্তারিত বিবরণ নথিভুক্ত না রাখে, তাতে ক্রেতার নাম ঠিকানা, এসিডের পরিমাণ ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ না করে তাহলে সে এসিড বিক্রি করতে পারবে না। পরন্তু যিনি এসিড কিনবেন তার কেনার উপযুক্ত সরকারি সচিত্র পরিচয়পত্র থাকতে হবে যাতে এসিড ক্রয়ের যথাযথ কারণের উল্লেখ থাকবে। নির্দেশে এটাও বলা হয়েছে যে ১৮ বছরের নিচে কাউকেই এসিড বিক্রি করা যাবে না। এই নির্দেশনামা দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণাগার, হাসপাতাল, সরকারি দপ্তর, আধা সরকারি দপ্তর সহ সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়েছে। যেসব স্থানে কাজের প্রয়োজনে এসিড মজুত রাখতে হয়। এসম্পর্কে সুপ্রিমকোর্ট গত ১০ এপ্রিল ২০১৫ তে চূড়ান্ত রায়ে এবিষয়ে পুনরায় সতর্ক করে সারা দেশে এসিড বিক্রি বেআইনী ঘোষণা করেছে। এবং রায়দানের তিনমাসের মধ্যে কার্যকর করার কথা বলেছে। সুপ্রিমকোর্ট Parivartan Kendra and Anr. V. Union of India & Ors. WP (civil) No. 867 of 2013 decided on 7.12.2015 মামলায় সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছে কোনো সঠিক কাগজপত্র ছাড়া কোন অসাধু ব্যক্তি এসিড সরবরাহ করলে তার বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এবং অবশ্যই এসিড বিক্রিতে প্রয়োজনীয় তদারকি না করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩.৪ যত্ন ও পুনর্বাসনের পর এসিড আক্রান্তদের যথাযথ চিকিৎসা ব্যবস্থার বিষয়েও ১৪ এপ্রিল ২০১৫ তে সুপ্রিমকোর্ট একটি নির্দেশ দিয়েছে। তাতে সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট বেসরকারি হাসপাতালগুলোকে এসিড আক্রান্তদের যথাযথ চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছে। বলা হয়েছে কোন অবস্থাতেই এসিড আক্রান্ত চিকিৎসা না করে ফিরিয়ে দেওয়া চলবে না। তাদের চিকিৎসা, ওষুধপত্র, বিছানা খাওয়ার এবং প্রয়োজনে অপারেশনও করতে হবে। এটা লক্ষ্য করা গেছে অনেক হাসপাতালই রোগীদের ফিরিয়ে দেয়। এভাবে যদি কোন এসিড আক্রান্তকে চিকিৎসা না করে ফিরিয়ে দেয় তাহলে ১৯৭৩ এর ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৫৭ সি ধারায় ব্যবস্থা নিতে হবে। ঐ নির্দেশে এটাও বলা হয়েছে যে এসিড আক্রমণে আক্রান্ত মানুষ যেখানে প্রথম চিকিৎসিত হবেন সেখান থেকে তাকে এসিড আক্রান্ত বলে সার্টিফিকেট দিতে হবে। যাতে করে পরবর্তী সময়ে সে যদি পুনর্গঠনমূলক শল্য চিকিৎসা করাতে চান তাহলে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে সহায়তা পেতে পারেন।

Scanned by CamScanner

৩.৫ এটা সত্য যে এসিড আক্রান্ত ব্যক্তির বিকৃত অঙ্গের স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে বেশ কয়েকবার প্লাস্টিক সার্জারির প্রয়োজন হতে পারে। এটা মাথায় রেখে সুপ্রিমকোর্ট ১৮ জুলাই ২০১৩ সালের আদেশ নামায় বলেছে এসিড আক্রান্তকে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকারকে তিন লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান দিতে হবে, যার মধ্যে ১(এক) লক্ষ টাকা ঘটনা সংগঠিত হবার ১৫ দিনের মধ্যে দিতে হবে। অথবা দ্রুত আক্রান্তের যাবতীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিবকে নির্দেশ দেওয়া হবে যাতে করে তারা যেন আদালতের আদেশের বিষয়টি রাজ্য সরকারের সাথে কথা বলে এবং এসিড আক্রান্ত দ্রুত ন্যূনতম তিন লক্ষ টাকা চিকিৎসার জন্য অনুদান পেয়ে যায়। রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষকে এসিড আক্রান্তদের ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত যে প্রকল্প রয়েছে তা জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচারে নিয়ে যেতে হবে। যাতে আক্রান্ত প্রকল্পের সুবিধা পেতে পারে। নির্দেশে আরো বলা হয়েছে, কোন এসিড আক্রান্ত ব্যক্তি যদি ক্ষতিপূরণ দাবি করে তাহলে জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ বিষয়টি তদারকি করবে। এই জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ এক্ষেত্রে প্রয়োজন মনে করলে সহায়তার জন্য জেলা সমাহর্তা, পুলিশ সুপার, সিভিল সার্জন অথবা চীফ মেডিক্যাল অফিসারদের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করতে পারেন। এই কমিটি ক্রিমিন্যাল ইনজুরিস কমপেনসেশন বোর্ড হিসাবে কাজ করবে। Parivartan Kendra and Anl. V. Union of India and Ors WP(Civil) No. 867 of 2013 সংক্রান্ত মামলাটির পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিমকোর্ট লক্ষ্য করেছে Laxmi case-এর মামলায় তিন লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণের যে রায় দেওয়া হয়েছিল রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর সরকার তার চাইতেও বেশি আর্থিক সহায়তা দিতে পারে। এক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্ট রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর সরকারকে এক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছে। তাতে বলা হয়েছে আক্রান্তের অসহনীয় অবস্থা বিবেচনায় আক্রান্তদের নাম প্রতিবন্ধীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে।

৩.৬ এভাবেই ভারতীয় দণ্ডবিধিতে এসিড আক্রমণের ঘটনাকে সুনির্দিষ্ট অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করে শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৭এ ধারা ছাড়াও এসিড আক্রান্তদের জন্য রাজ্য সরকার সমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সমন্বয় রেখে ক্ষতিপূরণের একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোতে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলোর আক্রান্তদের ক্ষতিপূরণ তহবিলকে সহায়তা দিতে কেন্দ্রীয় সরকার একটি নীতি নির্দেশিকা জারি করেছে। ২০০ কোটি টাকার একটি তহবিলও গড়া হয়েছে। এর অন্যতম একটি লক্ষ্যই হচ্ছে এসিড আক্রান্তদের চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে রাজ্য সরকারগুলো যে অর্থ ব্যয় করবে তার অতিরিক্ত হিসাবে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। যাইহোক এসিড আক্রান্তদের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার বিষয়ে সর্বস্তরে আরো ব্যাপক সচেতনতামূলক প্রচারের উদ্যোগ নিতে হবে। এসিড আক্রান্তদের চিকিৎসার বিষয়ে হাসপাতালগুলোতে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও এখনো চিকিৎসা পাওয়াটা খুব সহজলভ্য নয়। কাউন্টারে এখনো অবাধে এসিড বিক্রি চলছে। এসব

Scanned by CamScanner

কারণে নালসার কাছে এটা অনুভূত হয়েছে যে এসিড আক্রান্তদের সাহায্যে, তাদের পুনর্বাসন পেতে, ক্ষতিপূরণের উদ্যোগ নিতে, তাদের চিকিৎসা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাগুলো পেতে আইনসেবা প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৪. আইনসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা :

৪.১ আইনসেবা কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৮৭'র মুখবন্ধে এটা পরিষ্কারভাবে বলা আছে যে আইনসেবা কর্তৃপক্ষ সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষের স্বার্থে কাজ করবে। এটা তারা দায়িত্ব হিসাবে নিয়েছে যে কোনো নাগরিক যেন কোনো কারণে বা অর্থনৈতিক বা অন্য কোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত না হয়। আইনসেবা কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৮৭'র ৪ (বি) ধারা অনুযায়ী 'কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ' অর্থাৎ জাতীয় আইনসেবা কর্তৃপক্ষ এই আইনে বর্ণিত সবচেয়ে কার্যকর এবং অর্থকরী আইনী পরিষেবা প্রদানে প্রয়োজনীয় কাঠামো রচনা করবে। আইনের ৪(১) ধারা অনুযায়ী বলা হয়েছে 'কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ' জনগণের মধ্যে আইনী সচেতনতা এবং আইনী শিক্ষা, বিশেষভাবে সমাজের দুর্বলতর অংশের জনগণকে তাদের অধিকার, তাদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা সমূহ, সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্প, প্রশাসনিক কর্মসূচীও পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে শিক্ষিত করে তুলতে ব্যাপক প্রচারমূলক কর্মসূচীর উদ্যোগ নেবে। আইনের ৭(সি) ধারা অনুযায়ী 'রাজ্য কর্তৃপক্ষ' অর্থাৎ রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ প্রতিরোধমূলক আইনী সহায়তা কর্মসূচী গ্রহণ করবে। এভাবেই এই আইন আইনসেবা কর্তৃপক্ষগুলোর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে আইনী সচেতনতা গড়ে তুলবে। বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মসূচী রূপায়ণ সম্পর্কেও পদ্ধতি প্রকরণ নির্ধারণ করবে। এছাড়াও আইনের ১২নং ধারা অনুযায়ী, সব মহিলারাই আইনী পরিষেবা পাবার অধিকারী। যেমন ভাবে কোনো ব্যক্তি Disabilities (equal opportunities, protection of right and full participation) Act, 1995 এর ২নং ধারার ক্লজ-১ অনুযায়ী আইনী সহায়তা পেয়ে থাকে।

৫. প্রকল্পের (Scheme) নাম :

৫.১ প্রকল্পের নামাকরণ হবে "নালসা (এসিড আক্রমণের ঘটনায় আক্রান্তের জন্য আইনী পরিষেবা Legal Services to Victims of Acid Attacks) প্রকল্প ২০১৬।

৫.২ প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্স বা পি এল ভি, আইনসেবা ক্লিনিক (Legal Services Clinic), প্যানেল ল' ইয়ার শব্দগুলোর সংজ্ঞা একইরকম থাকবে যেমনটা রয়েছে National legal services authority (Free & Competent legal services) Regulations, 2010, National Legal Services Authority (Legal Services clinics) Regulations. 2011, এবং NALSA scheme for Para Legal Volunteers (Revised) এ।

Scanned by CamScanner

৬. প্রকল্পের লক্ষ্য :

প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য সমূহ নিম্নরূপ :

১। জাতীয়, রাজ্য, জেলা এবং তালুকা পর্যায়ে এসিড আক্রান্তদের জন্য আইন সহায়তা, আইনে বর্ণিত বিভিন্ন সুযোগসুবিধা পৌছে দেওয়া, এবং ক্ষতিপূরণের প্রকল্প সমূহ আক্রান্তদের কাজে পৌছে দেওয়ার কাজকে আরো শক্তিশালী করা।

২। এসিড আক্রান্ত চিকিৎসা পরিষেবা এবং পুনর্বাসন সংক্রান্ত পরিষেবা যাতে সহজে পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

৩। জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ, তালুকা আইন কমিটি সমূহ, তালিকাভুক্ত আইনজীবীগণ, আইনি স্বেচ্ছাসেবক বা পি. এল. ভি এবং আইনসেবা ক্লিনিকগুলোর মাধ্যমে এসিড আক্রান্তদের প্রাপ্য অধিকারসমূহ সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা বাড়াতে হবে।

৪। সব পর্যায়ের তালিকাভূক্ত আইনজীবী, প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্স, আইনসেবা ক্লিনিকের স্বেচ্ছাসেবকগণ, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিকগণ, পুলিশ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের দক্ষতা বৃদ্ধিতে ব্যাপক প্রশিক্ষণ, পর্যালোচনা এবং বিভিন্ন সচেতনতা কর্মসূচীর ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। বিভিন্ন প্রকল্প সমূহ এবং আইনগুলো নিয়ে নিয়মিত গবেষণা এবং আলোচনা করতে হবে যাতে করে প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো ফাঁক ফোকর থাকলে, কোনো বিশেষ প্রয়োজন থাকলে তা নিয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেওয়া যায়। এই প্রকল্পে সর্বশেষ এবং মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে এসিড আক্রান্তরা যাতে সঠিক পুনর্বাসন পায় এবং সমাজে মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে পারে তা সুনিশ্চিত করা।

৭. কর্মপরিকল্পনা :

৭.১ আইনী প্রতিনিধিত্ব :

ক) সমস্ত এসিড আক্রান্তগণ এবং এসিড আক্রমণের ঘটনায় আক্রান্তের মৃত্যু হলে তার উত্তরাধিকারগণকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আইনসেবা দেওয়া হবে যাতে করে তারা ক্ষতিপূরণ প্রকল্পের সুযোগ সুবিধাগুলো দ্রুত পেতে পারে।

খ) রাজ্য এবং জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষকে এটা সুনিশ্চিত করতে হবে যাতে এসিড

Scanned by CamScanner

আক্রান্তরা ক্ষতিপূরণ পাবার ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই পদ্ধতিগত বিলম্বের শিকার হয় এবং খুব দ্রুত আপতকালীন ক্ষতিপূরণ পেতে পারে।

গ) ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৬৪ ধারায় আক্রান্তের জবানবন্দি গ্রহণের ক্ষেত্রে একজন সাহায্যকারী এবং আইনী প্রতিনিধি দিতে হবে।

ঘ) এই প্রকল্পের লক্ষ্য সাধনে জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ, তালুকা আইনসেবা কমিটি একজন তালিকাভুক্ত আইনজীবীকে আইনসেবা আধিকারিক হিসাবে নিযুক্ত করবে।

ঙ) এই প্রকল্পের সঠিক রূপায়ণের জন্য জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট সংখ্যক প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্স নিয়োগ করবে।

চ) প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্সগণ এসিড আক্রান্ত এবং আইনসেবা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটা পারস্পরিক সহযোগীর ভূমিকা পালন করবে। এসিড আক্রান্তের কাছে দ্রুত পৌঁছে যাবার জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ নিতে হবে।

৭.২ আইন সেবা ক্লিনিক :

ক) যেসব হাসপাতালে পোড়া রোগীর চিকিৎসার বিশেষজ্ঞ পরিকাঠামো রয়েছে সেসব হাসপাতালে রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ আইনসেবা ক্লিনিক খুলবে। ঐসব ক্লিনিকে প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্স এবং আইনজীবী থাকবেন। তারা এসিড আক্রান্ত রোগী এবং তাদের পরিবার পরিজনদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন যাতে করে তারা সঠিক এবং উপযুক্ত চিকিৎসা পরিষেবা পেতে পারে।

খ) প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্সগণ এসিড আক্রমণে আক্রান্তের পরিবারকে সার্বিক সমর্থন এবং সহযোগিতা করবে। এবং তারা প্রয়োজনে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে এসিড আক্রমণে পরিবারের সদস্যদের মানসিক হতবিহ্বলতা কাটিয়ে উঠতে আলাপ-আলোচনা করবেন।

গ) সুপ্রিমকোর্টের ১০ এপ্রিল ২০১৫'র নির্দেশ মোতাবেক এসিড আক্রমণে আক্রান্ত যে হাসপাতালে প্রথম চিকিৎসিত হবেন সেখান থেকে রোগী যে এসিড আক্রান্ত তার উল্লেখপূর্বক একটি সার্টিফিকেট দিতে হবে। একাজে প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্সগণ তাদের সর্বতো সাহায্য করবেন যাতে করে পরবর্তী সময়ে আক্রান্ত ব্যক্তি অন্য কোনো বিশেষজ্ঞ হাসপাতালে চিকিৎসা বা বিকৃত অঙ্গসমূহের পুনর্গঠন সংক্রান্ত শল্যচিকিৎসা করাতে পারে। রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের সুবিধা সমূহ পেতে পারে।

ঘ) এসিড আক্রান্তদের জন্য যেসব পুনর্বাসন পরিষেবা রয়েছে তা যাতে তাদের কাছে সহজলভ্য হয়, প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্সগণ তা সুনিশ্চিত করবেন।

Scanned by CamScanner

ঙ) বাহ্যিক কোনো কারণে এসিড আক্রান্তের চিকিৎসা করতে সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল অস্বীকৃত হলে তাদের বিরুদ্ধে আইনসেবা ক্লিনিকগুলো আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ সুনিশ্চিত করবে।

চ) আইনসেবা ক্লিনিক চালু করার বিষয়টি সব সরকারি সংস্থা, দপ্তর, পুলিশ এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে জানাতে হবে।

ছ) এইসব আইনসেবা ক্লিনিকগুলোর কাজকর্ম, তাদের পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা, তথ্যাদির সংরক্ষণ, স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী জাতীয় আইনসেবা কর্তৃপক্ষ (আইনসেবা ক্লিনিক) নিয়ন্ত্রণ ২০১১ অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

৭.৩ **সরকারি দপ্তর সমূহের সাথে সমন্বয় :**

ক) রাজ্য সমূহের আক্রান্তদের ক্ষতিপূরণ প্রকল্পগুলো সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সংশোধন করতে রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত সরকার সমূহকে সহায়তা করবে।

খ) এসিড আক্রান্তদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য যাতে ক্ষতিপূরণ তহবিলে সর্বদাই পর্যাপ্ত অর্থ থাকে সুনিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের সাথে রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ যোগাযোগ রাখবে।

গ) রাজ্য সমূহের প্রতিবন্ধী তালিকায় যাতে এসিড আক্রান্তদের নামগুলো অন্তর্ভুক্ত হয় তা সুনিশ্চিত করতে রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট সরকারের সাথে আলোচনা করবে। এবং তালিকাভুক্তির পরবর্তী সময়ে প্রতিবন্ধী কল্যাণে যেসব সুযোগ সুবিধা রয়েছে তা যাতে এসিড আক্রান্তরাও পায় তাও সুনিশ্চিত করবে।

৭.৪ **ডাটাবেস :**

ক) এসিড আক্রমণের ঘটনা এবং আক্রান্তদের সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যাদি যেমন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলো সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সমূহ, রাজ্য সরকারগুলোর নীতি নির্দেশিকা সমূহের যাবতীয় তথ্যাদি রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষকে রাখতে হবে। এবং এসব তথ্যাদি পুস্তিকা, প্রচারপত্র হিসাবে ছাপিয়ে জনজ্ঞাতার্থে এবং জনসচেতনতা বাড়াতে প্রচার করতে হবে।

খ) পোড়া রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসার যেসব সুবিধাযুক্ত হাসপাতাল রয়েছে তাদের বিস্তারিত তথ্য সব রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের কাছে রাখতে হবে।

Scanned by CamScanner

গ) এই তালিকা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর সব জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষকে পাঠাবে। জেলা থেকে তা তালুকা আইনসেবা কমিটির কাছে যাবে। যাবে গ্রাম পঞ্চায়েত, আইনসেবা ক্লিনিক এবং স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে।

ঘ) এই তালিকা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ তাদের ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করবে।

৭.৫ বিভিন্ন প্রকল্পের রূপায়ণ :

ক) এসিড আক্রান্তদের সম্পর্কিত প্রকল্পসমূহ, বিভিন্ন নীতিসমূহ, কর্মসূচী সংক্রান্ত তথ্যাদির প্রচারে রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ সর্বতো উদ্যোগ নেবে।

খ) যেসব ক্ষেত্রে আইনী পরিষেবা দেওয়া হবে তাতে বলা হয়েছে, সুবিধাভোগীকে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প সমূহ এবং যে প্রকল্পে সে সুবিধা পেতে পারে তার বিস্তারিত জানানো প্রকল্পের সুবিধা পাবার জন্য যেসব কাগজপত্র প্রয়োজন তা পেতে সুবিধাভোগীকে সাহায্য করা, যে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে তাকে প্রকল্পের সুবিধা পাবার জন্য আবেদন করতে হবে তার নাম, ঠিকানা ইত্যাদি জানানো, আবেদনকারী যাতে সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প আধিকারিকের কাছে যেতে পারে তার জন্য একজন স্বেচ্ছাসেবক নেওয়ার জন্য তাকে অনুরোধ জানাবে।

গ) রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব নিয়ে এসিড আক্রান্তদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট সব সরকারি দপ্তর, আধিকারিকগণ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের মধ্যে একটা কার্যকর সমন্বয় গড়ে তুলবে যাতে করে এসিড আক্রান্তদের বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা বিশেষত পুনর্বাসন সংক্রান্ত পরিষেবা পেতে কোনো সমস্যা না হয়।

৭.৬ সচেতনতা :

ক) জনগণের মধ্যে এসিড আক্রান্তদের প্রতি সহমর্মিতা গড়ে তুলতে আইনসেবা প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাপক সচেতনতা কর্মসূচী সংগঠিত করবে। তাদের পুনর্বাসনের জন্য সামাজিক সমর্থন বিশেষভাবে জরুরি।

খ) রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ, জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ একযোগে ক্ষতিপূরণ প্রকল্প সমূহ এবং কারা এর সুবিধা ভোগ করতে পারে এবং এ সংক্রান্ত সরকারি নীতি সমূহ সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

Scanned by CamScanner

গ) এসিড আক্রমণে আক্রান্তরা তাদের অধিকার সমূহ আদায়ের জন্য যেসব আইনী পরিষেবা পেতে পারে সে সম্পর্কে রাজ্য, জেলা এবং তালুকা পর্যায়ের আইনসেবা প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাপক প্রচার অভিযান সংগঠিত করবে।

ঘ) কাউন্টারে খোলাখুলি এসিড বিক্রি যে নিষিদ্ধ এটাও রাজ্য, জেলা এবং তালুকা পর্যায়ের আইনসেবা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রচার করবে। এরকমভাবে খোলাখুলি কাউন্টারে এসিড বিক্রির ঘটনা কোনো প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্সদের নজরে আসে তাহলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা জেলা আইনসেবা প্রতিষ্ঠান জানাবে যাতে করে ঐসব বিক্রির বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

ঙ) দূরদর্শন, আকাশবাণী মাধ্যমে, পুস্তিকা, প্রচার পত্র বিলি সহ সম্ভাব্য সবরকমের প্রচার ব্যবস্থাকে এসব ক্ষেত্রে হাতিয়ার করতে হবে।

৭.৭ **প্রশিক্ষণ এবং মানোন্নয়ন :**

ক) রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ এসিড আক্রান্তদের সমস্যাকে কিভাবে সামলাবে, এবং এসব কাজে দক্ষতা বৃদ্ধিতে তালিকাভুক্ত আইনজীবী এবং প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্সদের প্রশিক্ষণ দেবে। সরকারি আধিকারিক, পুলিশ, চিকিৎসা এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সমূহকেও আরো সংবেদনশীল করতে কর্মসূচী নেবে রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ।

খ) রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ স্টেট জুডিশিয়াল একাডেমিগুলোর সহযোগিতায় বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ব্যবস্থা করবে। এইসব প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্যই থাকবে এসিড আক্রান্তরা যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্ষতিপূরণ পেতে পারে। দ্রুত আপতকালীন ক্ষতিপূরণ দান, উপযুক্ত মর্যাদা সহকারে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

Scanned by CamScanner